দৈনিক সংবাদ

002

তারিখ 18 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কর্মসংস্থান সমস্যা প্রকট ॥ শিশু শ্রমিক বাড়ছে ॥ সেশন জট

ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার নৈরাশ্যজনক

॥ মঈনুল আলম ॥

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় ছাড়া আর কোথাও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৮০ সালের তুলনায় ১৯৮৫ সালে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সে বৃদ্ধির হার ছিল নৈরাশ্যজনক। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি ছিল খুবই কম।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া দলিলে দেশের বর্তমান শিক্ষাপরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ তথ্য জানানো হয়।

১৯৮০ সালে দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়গুলোতে তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮২ লাখ ৮৬ হাজার। পরিকল্পনাকালে ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ২৯ লাখ ৯০ হাজারে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। আরো স্থির করা হয়, ১৯৮৫ সালনাগাদ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী ৭০ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়সমূহে তালিকাভুক্ত করা হবে।

কিন্তু পরিকল্পনাকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী মাত্র ১০ শতাংশ সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে ৭ লাখেরও কম।

মাধ্যমিক শিক্ষা

পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়গুলোতেও শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় পিছিয়ে থাকে। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০ লাখ। ১৯৮৫ সালে এই সংখ্যা ২৫ লাখে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকালের শেষে মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৮৩ হাজার। এসময়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও এ সংখ্যা ছিল লক্ষ্যমাত্রার নীচে।

বিশ্ববিদ্যালয়

তবে ১৯৮০-৮৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে যায়। ১৯৮৫ সালে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাজার ৩শ' অতিক্রম করে দাঁড়িয়েছে ৩৮ হাজার ৩শ' জনে।

কারিগরি শিক্ষা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের কারিগরি শিক্ষালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাহার ছিল সবচাইতে বেশী নৈরাশ্যজনক। ১৯৮০ সালে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৩শ'। পরিকল্পনাকালে এই সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩০ হাজার ৮শ'তে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই অগ্রগতির হার ছিল শূন্য। ১৯৮৫ সালে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৯৮০ সালের সংখ্যার সমান।

ব্যর্থতার কারণ

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী জরিপে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত জরিপে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রাস উভয়কেই সরকারের ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের একটি জরিপে বলা হয় গ্রামাঞ্চলে

নৈরাশ্যজনক

(১ম পাতার পর)

কর্মসংস্থানজনিত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় শিশুশ্রমের প্রবণতা বাড়ছে এবং গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে নেমে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। ফলে একদিকে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে কমে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

অনুরূপ আরেকটি জরিপে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জ্যামের কারণে পরীক্ষা বিলম্বিত হচ্ছে ও তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা না হওয়ায় লেখাপড়া শেষ করে ফিরে যেতে পারছে না। এর ফলে পুরনো ছাত্ররা হতাশায় ভুগছে।